খানসামা উপজেলা ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ কমিটির জুন, ২০২২ মাসে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি : এ,টি,এম, সুজাউদ্দিন শাহ্
ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান
উপজেলা পরিষদ
খানসামা, দিনাজপুর।

আলোচ্য মাস : মে, ২০২২ খ্রিঃ।

সভার তারিখ : ০৯/০৬/২০২২ খ্রিঃ।

সভার সময় : বেলা ১১.১৫ টা।

সভার স্থান : উপজেলা পরিষদ সভাকক্ষ।

উপস্থিতি : পরিশিষ্ট-ক

সভাপতি উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা ও স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ আরম্ভ করেন। তিনি সভায়, ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ এর উদ্দেশ্য- ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ ও উন্নয়ন, ভোক্তা অধিকার লঙ্ঘনজনিত অভিযোগ নিষ্পত্তি, নিরাপদ পণ্য বা সেবা পাওয়ার ব্যবস্থা, পণ্য বা সেবা ব্যবহারে ক্ষতিগ্রস্থ ভোক্তাকে ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা, পণ্য বা সেবা ক্রয়ে প্রতারণা রোধ, ভোক্তা অধিকার ও দায়িত্ব সম্পর্কে গণসচেতনতা সৃষ্টির উপর গুরুত্বারোপ করেন। প্রত্যেকটি ইউনিয়নে একটি করে সাইনবোর্ড স্থাপন করা হয়েছে। সেইসাথে ইউনিয়ন হাট-বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটির মাধ্যমে উক্ত আইনের অপরাধ এবং শাস্তির বিষয়গুলি প্রতিটি হাট-বাজারে সাইন বোর্ডের মাধ্যমে প্রদর্শনের সিদ্ধান্তের কথা পুনর্ব্যক্ত করেন। সাইন বোর্ডে নির্ধারিত আইনের ধারাসহ প্রত্যেকটি হাট-বাজারে একই মাপের সাইন বোর্ড তৈরী করার ব্যবস্থা নিতে হবে।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার বলেন, ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ অনুযায়ী জনসাধারণের মধ্যে বিশুদ্ধ খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিতকরণে সকল ইউপি চেয়ারম্যানকে প্রচারণা চালাতে হবে। প্রতিটি ইউনিয়নের একটি করে মোট ৬ টি হাটকে ফরমালিনমুক্ত ঘোষনা করা এবং মাছে ফরমালিনমুক্ত হাটের সাইনবোর্ড স্থাপন করা হওয়ায় সভাপতি সকল ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানগণকে ধন্যবাদ জানান।

তিনি সভায় আরও উল্লেখ করেন যে, ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ অনুযায়ী ভোক্তা অধিকার বিরোধি কার্য ও অপরাধগুলি হচ্ছে- নির্ধারিত মূল্য অপেক্ষা অধিক মূল্যে কোন পণ্য, ঔষধ বা সেবা বিক্রয় বা বিক্রয়ের প্রস্তাব করা; জেনে-শুনে ভেজাল মিশ্রিত পণ্য বা ঔষধ বিক্রয় বা বিক্রয়ের প্রস্তাব করা; স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর নিষিদ্ধ দ্রব্য কোন খাদ্য পণ্যের সাথে মিশ্রিত বা বিক্রয় করা; মিথ্যা বিজ্ঞাপন দ্বারা ক্রেতাকে প্রতারিত করা; প্রতিশ্রুত পণ্য বা সেবা যথাযথভাবে সরবরাহ না করা; ওজনে কারচুপি করা; বাটখারা বা ওজন পরিমাপক যন্ত্রে কারচুপি করা; কোন নকল পণ্য বা ঔষধ প্রস্তুত বা উৎপাদন করা; নিষিদ্ধ ঘোষিত কোন কার্য করা যাতে সেবাগ্রহীতার জীবন বা নিরাপত্তা বিপন্ন হতে পারে; আইনানুগ বাধ্যবাধকতা অমান্য করে দোকান বা প্রতিষ্ঠানের সেবার মূল্য সংশ্লিষ্ট স্থানে বা সহজে দৃশ্যমান স্থানে প্রদর্শন না করা ইত্যাদি। তিনি সকল ইউ,পি চেয়ারম্যনগনকে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ এর সাইন বোর্ড তৈরীর জন্য পরামর্শ দেন। তিনি জানান যে, ভোক্তা বিরোধী কার্য ও অপরাধের জন্য অনধিক দুই লক্ষ টাকা বা অনুর্দ্ধ তিন বছর সশ্রম কারাদন্ডের বিধান রয়েছে। অতঃপর তিনি মানসম্মত খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য মোবাইল কোর্ট পরিচালনার উপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি ভোক্তা অধিকার আইন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে চলতি মাসে পরিচালিত মোবাইল কোর্ট সর্ম্পকে সকলকে অবহিত করেন এবং তা চলমান রাখার কথা ব্যক্ত করেন। মানসম্পন্ন পণ্য বাজারজাতকরণ এবং খাদ্য, ফলমূল ও শাক-সবজিতে ভেজাল ও রাসায়নিক দ্রব্য মিশ্রণ রোধে সর্বস্তরের ব্যবসায়ী ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে মতবিনিময় সভা করেন এবং ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইনের যথাযথ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার উপর গুরুত্বারোপ করেন। এছাড়াও প্রতি মাসে নিয়মিত ইউনিয়ন ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ কমিটির সভা করে সভার কার্যবিবরণী উপজেলা ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ কমিটিসহ সংশ্লিষ্ট সকল দপ্তরে প্রেরণের জন্য পূর্ববর্তী সভায় অনুরোধ করার পরেও অদ্যাবধি সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ করা হয়নি। বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নরুপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হলোঃ

ক্রমিক নং	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১.	ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন সম্পর্কে ব্যবসায়ী, জনপ্রতিনিধি, শিক্ষকসহ সুধী সমাজের সমন্বয়ে মত বিনিময় সভার আয়োজন করতে হবে।	খানসামা উপজেলা ও ইউনিয়ন ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ কমিটি।
২.	ভোক্তা অধিকার বিষয়ে নাগরিকদের সচেতন করার জন্য প্রয়োজনীয় প্রচার কার্যক্রম যেমন- প্রতিটি হাটে সাইন বোর্ড স্থাপন ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ এর অপরাধ ও চুক্তি সন্নিবেশিত পাম্পলেট সাইন বোর্ড টাঙ্গানো, লিফলেট বিতরণ, পোস্টার টানানো, সভা সেমিনার ও কর্মশালার আয়োজন করতে হবে।	ইউপি চেয়ারম্যান ও ইউনিয়ন ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ কমিটি।

৩.	উপজেলা পর্যায়ে পাইকারী ও খুচরা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানসহ ভোক্তাদের ব্যবহারের জন্য অন্যান্য পণ্য উৎপাদন ও বিপনন প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যাবলী তদারকী করা।	উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও অফিসার ইন-চার্জ, খানসামা থানা।
৪.	মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে ভোক্তা অধিকার আইনের যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে।	উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও অফিসার ইন-চার্জ, খানসামা থানা।
৫.	প্রতি মাসে নিয়মিত ইউনিয়ন ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ কমিটির সভা করে সভার কার্য বিবরণী উপজেলা ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ কমিটিসহ সংশ্লিষ্ট সকল দপ্তরে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে।	ইউনিয়ন ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ কমিটি।
৬.	উপজেলার প্রত্যেকটি হাট-বাজার পরিস্কার পরিচ্ছন্নকরণের জন্য ইউপি চেয়ারম্যানগণ একটি মনিটরিং টিম গঠনপূর্বক তদারক করবেন এবং উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে অবহিত করবেন মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।	উপজেলা নির্বাহী অফিসার, উপজেলা কৃষি অফিসার ও ইউপি চেয়ারম্যানগণ।
৭.	নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্যে রং ও রাসায়নিক পদার্থ মিশ্রণকারীদের বিরুদ্ধে এবং পঁচা, ভেজাল ও নিমণমানের দ্রব্য বিক্রয়কারীদের বিরুদ্ধে ভোক্তা অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী নিয়মিতভাবে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করতে হবে।	উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও অফিসার ইন-চার্জ, খানসামা থানা।
৮.	প্রতিটি হোটেলের সকল খাবার যেন ধূলাবালি দ্বারা দূষিত না হয় এজন্য শোকেস তৈরি করে তার মধ্যে খাবার সংরক্ষণের জন্য হোটেল মালিক এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করবেন।	ইউপি চেয়ারম্যানগণ। সংশ্লিষ্ট হোটেল মালিক।

সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

(এ,টি,এম, সুজাউদ্দিন শাহ্)
ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান
উপজেলা পরিষদ
ও
সভাপতি
উপজেলা ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ কমিটি
খানসামা, দিনাজপুর।
০৭/০৭/২০২২

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়
খানসামা, দিনাজপুর।

স্মারক নং : ০৫.৫৫.২৭৬০.০০০.২২.০১১.২২-৭৯৭ (৩০)

তারিখ : ০৭/০৭/২০২২ খ্রিঃ।

অনুলিপি (সদয় জ্ঞাতার্থে/ জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থে):

১। জেলা প্রশাসক, দিনাজপুর।
২। পুলিশ সুপার, দিনাজপুর।
৩। উপ-পরিচালক, জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর, রংপুর বিভাগীয় কার্যালয়, রংপুর।
৪। সহকারী কমিশনার (ভূমি), খানসামা, দিনাজপুর।
৫। সহকারী পরিচালক, জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর, দিনাজপুর।
৬। উপজেলা .... অফিসার, খানসামা, দিনাজপুর।
৭। চেয়ারম্যান .... (সকল) ইউ,পি, খানসামা, দিনাজপুর।
৮। জনাব .... খানসামা, দিনাজপুর।

০৭/০৭/২২
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
খানসামা, দিনাজপুর।
০৭/০৭/২০২২